Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৬ মে, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ২১ সংখ্যা ২৫ মে, ২০১৫, সোমবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

জন্ম : ২৪ মে, ১৮৯৯
মৃত্যু : ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়;
সেই ভয়ের টুঁটিই ধর্‌ব টিপে, কর্‌ব তারে লয়!
(শিকল-পরার গান)

রাজ কলেজে অধ্যাপক নিগ্রহের ঘটনার প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ মে : বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় পরিদর্শনের কাজে কর্তব্যরত অধ্যাপক ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের নিগ্রহ ও হেনস্থার শিকার হলেন। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বর্ধমান জেলা সম্পাদক মুন্সী আজিস্বর রহমান অধ্যাপক নিগ্রহ ঘটনার তীব্র নিন্দা করে প্রতিবাদ করেছেন। আজ সাংবাদিকদের জানান, আমরা এ কোন সভ্য সমাজে বাস করছি। ভাবলেও অবাক হতে হয় যে, বর্ধমান রাজ কলেজের মতো এক ঐতিহ্য মণ্ডিত শিক্ষায়তনে এরকম ঘটনা ঘটলো। একজন কর্তব্যরত অধ্যাপককে কলেজ থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দিলেন তাঁরই সহকর্মী ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

১৯ মে বর্ধমান রাজ কলেজের (প্রাতঃ বিভাগের) বাণিজ্য শাখার এসোসিয়েট প্রফেসর ড. প্রদ্যোৎ কুমার মাইতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পার্ট-থ্রি পরীক্ষায় ইনভিজিলেশন-এর দায়িত্বে ছিলেন। পরীক্ষার হলে তিনি যখন কর্মরত হঠাৎই সেই সময় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক তারকেশ্বর মণ্ডল প্রবেশ করেন। অধ্যাপক মাইতি তখন পরীক্ষার্থীদের 'লুজসিটে' স্বাক্ষর দানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক তারকেশ্বরবাবু অধ্যাপক মাইতি-র উদ্দেশ্যে 'ওই ওই, উঠে দাঁড়াও' বলে চিৎকার করে ওঠেন।

ঘটনার আকস্মিক বিহ্বলতায় অধ্যাপক মাইতি অবাক হয়ে যান। তাঁর কোনো কথাই তারকেশ্বরবাবু শুনতে চান না। তিনি অধ্যাপক মাইতিকে পরীক্ষার হল, এমনকি কলেজ ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন।

অধ্যাপক মাইতি সবিনয়ে তাঁর অপরাধ কী জানতে চাইলে তিনি তাঁকে লিখিত আদেশ দিয়ে দারোয়ানের সাহায্যে কলেজ থেকে বহিষ্কার করেন।

অধ্যাপক মাইতি পরে বিষয়টি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে লিখিতভাবে জানিয়ে তাঁর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। নক্কারজনক এই ঘটনায় বর্ধমানের শিক্ষক ও ছাত্রমহল স্তম্ভিত।

মাধ্যমিক ফলাফল

জেলায় পাশের হার রাজ্যের গড়ের চেয়ে কম

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ২২ মে মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এবার রাজ্যে ৮২.৬৬ শতাংশ পাশের হার হলেও বর্ধমান জেলায় পাশের হার ৭৯.১৩ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে পাশের জেলা বাঁকুড়ার দশ জন মেধা তালিকায় থাকলেও বর্ধমানে ফলাফল এবার তেমন দাগ কাটতে পারে নি। বর্ধমান জেলায় যুগ্মভাবে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে কাটোয়ার সৌগত ঘোষ এবং আসানসোলের রোহিত কুমার। দু'জনেই প্রাপ্তাঙ্ক ৬৭৮। রাজ্যের সপ্তম স্থানে আছে ৬৭৭ পেয়ে কুলটি গার্লস হাইস্কুলের বর্ষা দাস। অষ্টম স্থানে ৬৭৬ পেয়ে আছে মানকর গার্লস হাইস্কুলের প্রাচী কর। দশম স্থান পেয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের শঙ্খ প্রামাণিক।

রোহিত কুমার আসানসোল ইস্টার্ন রেলওয়ে বয়েজ স্কুলের ছাত্র। সে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। কাটোয়া কাশিরাম দাস বিদ্যায়তনের ছাত্র সৌগত ঘোষ মেডিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়তে চায়। বিস্তারিত ফলাফল চারের পাতায়।

সি পি আই(এম)-র বিজয় মিছিল মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৩ মে : মেমারি পুর নির্বাচনে ৩নং ওয়ার্ডে বিজয়ী সি পি আই(এম) প্রার্থীকে নিয়ে একটি বিজয় মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। ২২ মে কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে শপথ নেন নব নির্বাচিত কাউন্সিলার সেখ নিয়াজউদ্দিন। ২৩ মে ৩নং ওয়ার্ডের রায় পাড়া থেকে একটি বিজয় মিছিল হয়। মিছিল ৩ নং ওয়ার্ডের সব পাড়া পরিক্রমা করে রায় পাড়াতে এসে শেষ হয়।

হামলার প্রতিবাদে দুর্গাপুরে কনভনশনে শ্যামল চক্রবর্তী

গণ-আন্দোলনকে দমন করা যাবে না

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৩ মে : দুর্গাপুরের শ্রমিকরা প্রমাণ করছেন রক্তপাত ঘটিয়ে তৃণমূল সরকার পশ্চিবঙ্গের গণ-আন্দোলন দমন করতে পারবে না—কথা গুলি বলেন সি আই টি ইউ-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী। আজ ইস্পাতনগরীর বি.টি.রণদিভে ভবনের মাঠে হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকে, গত ১৯ মে নেপালে ভূমিকম্প দুর্গতদের ত্রাণ-সংগ্রহের জন্য সি আই টি ইউ সহ বিভিন্ন গণ-সংগঠনের জমায়েতে তৃণমূলিদের বীভৎস হামলা ও বি.টি. রণদিভে ভবনকে জ্বালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টার প্রতিবাদে ভিড়ে ঠাসা এক গণ-কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী চক্রবর্তী বলেন, ৭০-এর দশক থেকে দুর্গাপুরের শ্রমিক আন্দোলনের উপর শাসকশ্রেণির বর্বোরোচিত আক্রমণ হয়েছে। বারে বারে রক্তাক্ত হয়েছেন দুর্গাপুরের শ্রমিকরা। কিন্তু দমাতে পারেনি দুর্গাপুরের শ্রমিক আন্দোলনকে। তৃণমূল সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই তৃণমূলিদের উপর্যুপরি আক্রমণের শিকার হয়েছে দুর্গাপুর ইস্পাতের শ্রমিকরা। কিন্তু কোনো মতেই মাথা নত করেননি দুর্গাপুরের শ্রমিকরা। তাদের এই অদম্য মনোভাব অতীতের মতই সারা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনকে উজ্জীবিত করছে, পথ দেখাচ্ছে। শাসকশ্রেণি যেন ভুলে না যায় যে বামপন্থীদের রক্ত যত ঝড়বে, ততই শক্তি বাড়বে। গত ৩০ এপ্রিলের সর্বাত্মক ধর্মঘট তারই প্রমাণ।

এর আগে, সি আই টি ইউ-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত বলেন, ইস্পাতনগরীতে ১৯ মে-র নৃশংস ঘটনাকে রাজ্য সি আই টি ইউ-এর পক্ষ থেকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও দুর্গাপুর ইস্পাতের শ্রমিকদের সাথে সারা রাজ্যের শ্রমিকরা ও রাজ্য সি আই টি ইউ দৃঢ় ভাবে আছেন। এছাড়াও কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ-র বর্ধমান জেলা সাধারণ সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী ও হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর সভাপতি রথীন রায়। উপস্থিত ছিলেন সন্তোষ দেবরায়, বিনয়েন্দ্রেকিশোর চক্রবর্তী, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, পঙ্কজ রায় সরকার, সুবীর সেনগুপ্ত, বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী সহ শ্রমিক ও গণ-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। এর আগে শ্যামল চক্রবর্তী ও দীপক দাশগুপ্ত সহ এক প্রতিনিধি দল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মেইন হাসপাতালে ১৯ মে-র নৃশংস হামলায় গুরুতর আহতদের দেখে আসেন। এদিকে ১৯ মে-র নৃশংস হামলার প্রতিবাদে কবিগুরু থেকে এক বিশাল মিছিল সেইল আবাসন অঞ্চল পরিক্রমা করে।

দুর্গাপুরে তৃণমূলি হামলায় আহতদের দেখলেন সি পি আই(এম) নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২০ মে : গত ১৯ মে তৃণমূলের নৃশংস হামলায় গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন ২৪ জন সি পি আই(এম) নেতা ও কর্মী। এদের মধ্যে ৪ জনকে ভর্তি করা হয়েছে ডি এস পি মেইন হাসপাতালে। ২ জনের চিকিৎসা চলছে মিশন হাসপাতালে। বাকিরা অন্যত্র।

২০ মে সি পি আই(এম)-র বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক সহ অমল হালদার, বংশগোপাল চৌধুরী, আভাষ রায়চৌধুরী, শেখ সাইদুল হক, সন্তোষ দেবরায়, মহাব্রত কুণ্ডু, নির্মল ভট্টাচার্য, সুবীর সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রতিনিধিরা দুর্গাপুরের হাসপাতালে জখম দলীয় কর্মী ও নেতাদের দেখতে আসেন। প্রথমে ডি এস পি মেইন হাসপাতালে তাঁরা কথা বলেন গুরুতরভাবে জখম ২০১০ মালেশিয়া বয়স্ক এশিয়াডে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধি তুষারকান্তি ঘোষের সঙ্গে। এছাড়াও তাঁরা জয়ন্ত কুমার দাস, শিশির বাউড়ি এবং আজিত মাইতির সাথে কথা বলেন, তাঁদের চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। এরপর তাঁরা মিশন হাসপাতালে ভর্তি পার্টি নেতা সুশান্ত ব্যানার্জী ও দেবু দাসের সাথে দেখা করতে যান। সেখানে তাঁদের সাথে কথা বলেন, চিকিৎসকদের সাথেও ওঁদের চিকিৎসার বিষয়ে কথা বলেন তাঁরা। তাঁরা মহিলা নেত্রী মিতা ভট্টাচার্যের সঙ্গেও দেখা করেন।

পরে অমল হালদার জানান, ইস্পাতনগরীতে তৃণমূলের এই নৃশংস হামলার বিরুদ্ধে জেলা জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। এছাড়াও হামলার সাথে যুক্ত দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতার ও শাস্তির জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

জেলায় গরমে মৃত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ মে : তীব্র দাবদহে জেলায় মৃত্যু হল ৩ জনের। নিহার দাস (৭৩)। বাড়ি গুসকরার হাটতলায়। ২২ মে বিকালে বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তাঁকে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানায়। সানস্ট্রোকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে ২২ মে আপ মিথিলা এক্সপ্রেসে গরমে মৃত্যু হল এক ট্রেনযাত্রীর। নাম রামশরণ যাদব (৪৩)। বাড়ি বিহারে। বর্ধমান স্টেশনের জি আর পি সাধারণ বগি থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয়।

আজ সকালে বামসোর গ্রামের সেখ রুস্তম (৪৩) মৃত্যু হল। তিনি পালিতপুরের শ্যাম ফেরো অ্যালোয়েজ কারখানার কর্মী। অসুস্থতা বোধ করলে তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নতুন চিঠি

২৫ মে, ২০১৫

‘তমসা আসীন সিংহাসনে’

সংসদীয় যে ব্যবস্থা বর্তমানে আমাদের দেশে চলছে, ভারতবাসী হিসাবে মোটামুটিভাবে, সবাই সেটা মেনে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে ও রাজ্যে সংসদীয় এ কী ব্যবস্থা চলছে? অজস্র মিথ্যার ফুলঝুড়ি ছুটিয়ে মানুষকে সাময়িকভাবে মোহিত করে রাজ্যে তিনি আসীন হলেন সিংহাসনে। তারপর থেকেই বিদায় নিল গণতন্ত্র রাজ্য থেকে। গণতন্ত্র আর শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়—দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। সারা রাজ্য জুড়ে চলছে বাল্লাহারা সন্ত্রাস। অবশ্য বল্লাহারা বলা যাবে না, কারণ সমস্ত ঘটনারই নেপথ্যে শাসকদলের ছোট-ছোট ছেলেরা বা মেয়েরা। বল্লা তাঁরই হাতে, কারণ তিনি মস্তান কন্ট্রোল করেন। অপরাধীরা যে-কোনো জঘণ্য অপরাধ করেও ছাড় পেয়ে যায়। থানায় ডায়েরি নিতে অপারগ পুলিশ। পুলিশ তো নিজেরাই মার খাচ্ছে, মরছে কিন্তু কিছু বলতে পারছে না, করতেও পারছে না। কারণ শ্রীমতী ভায়ঙ্করীর আশিষধন্য এইসব ভৈরববাহিনী। এদের তাণ্ডবে বর্ধমানে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, নেপাল দুর্গতদের জন্য ত্রাণসংগ্রহ কর্মসূচিতে হামলা হয় দুর্গাপুরে। রাজ কলেজের অধ্যাপককে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের অশোভন আচরণের শিকার হতে হয়। আসানসোলে মদারকে মমতাহীন নির্যাতনের শিকার হতে হয়। সৎ পুলিশ অফিসারকে বার বার বদলি হতে হয়। শিক্ষার অঙ্গনগুলিতে দলদাস আকীর্ণ করে তোলা হয়েছে, সমস্ত রীতিনীতিকে পদলাঞ্ছিত করে, বলার কিছু নেই। দলে একটাই পোষ্ট বাকি তো সব ল্যাম্পপোষ্ট। জো হুজুর ছাড়া, সুবোধ বালক ছাড়া কেউ আর পাত্তা পাচ্ছে না। ঋণের দায়ে ধানচাষি, আলুচাষি আত্মহননে বাধ্য হলেও তা নাকি সাজানো, এমনকি সত্তোরের ঘটনাও নাকি সাজানো, ছবিগুলিও সাজানো, কুচবিহারের অপমানিতা মহিলার ঘটনাও নাকি সাজানো।

এইসব সাজানো বাগান কি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে? শুকোবে না? মানুষ জাগছে হিমালয় থেকে সুন্দরবন। মানুষ ভয়ের গণ্ডী ভেদ করে এগোতে প্রয়াসী হয়েছে। তমসা কাটবেই। মানুষের জয়যাত্রাকে কোনো শক্তি রুখতে পারেনি। হিটলার থেকে মুসোলিনিদের স্থান হয়েছে ইতিহাসের আস্থাকুড়ে। গণতন্ত্রই মানুষের চলার পথে আলোকবর্তিকা। মানুষ এগিয়ে যাবেই সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ছন্দাগায়েন কবে এভারেস্ট শৃঙ্খ জয় করেন? কবে কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করেন? কবে তিনি নিখোঁজ হন?
২. ভিয়েতনামের সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হো চি মিন কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
৩. সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম কী ছিল? তিনি কবে জন্মান?
৪. মহাত্মাগান্ধির হত্যাকারী কে ছিলেন? তার কবে জন্ম? কবে ফাঁসি হয়?
৫. ATM-এর জনক কে? তাঁর কোথায় কবে জন্ম? কবে প্রথম কোথায় ATM বসানো হয়েছিল? তিনি কবে প্রয়াত হন?
৬. হৃদরোগে ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফি চিকিৎসার প্রবর্তক কে? তিনি কবে জন্মান? তিনি কবে নোবেল পুরস্কার পান?
৭. জি টি রোডের সৃষ্টিকর্তা সম্রাট শেরশাহর কবে কীভাবে মৃত্যু ঘটে?
৮. টিভি রিমোট-এর আবিষ্কর্তা কে? তিনি কবে প্রয়াত হন?
৯. থার্মোমিটারের আবিষ্কর্তা কে? তিনি কবে কোথায় জন্মান?
১০. ইকুয়েডর দেশটি কোথায় অবস্থিত? রাজধানী কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? এই দেশের জাতীয় প্রতীক কী?
১১. ইথিওপিয়া দেশটি কোথায় অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? জাতীয় প্রতীক কী?
১২. বিপ্লবী রামবিহারী বসু কোথায় কবে জন্মান? কোথায় কবে মৃত্যু?

(উত্তর শেষের পাতায়)

হিমঘরে আলুতে পচন, আলু চাষির মাথায় হাত

বিশেষ সংবাদদাতা, বর্ধমান : হিমঘরের কুলিং সিস্টেম সঠিকভাবে কাজ করছে না। বর্ধমানের আলু চাষি যারা এই হিমঘরে আলু রেখেছেন তাদের মাথায় হাত। একে তো অধিক ফলনে দাম না পেয়ে বর্ধমানে একাধিক আলু চাষি আত্মহত্যা করেছেন। তার ওপরে এই খবরে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে সংশ্লিষ্ট আলু চাষি পরিবারগুলিতে। অবিলম্বে এর বিহিত না হলে হিমঘরেই আলু পচবে অথবা হিমঘরে রাখা আলুতে গেঁজ বের হতে চলেছে। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হিমঘরের ভিতরে আলুর এই দশা।

সংবাদে আলু চাষিদের দফারফার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় তারা সংশ্লিষ্ট হিমঘরের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাজপুরের চাষি শেখ নুর আলি এই হিমঘরে ৭০০ প্যাকেট আলু রেখেছেন। রামনগরের সনৎ চৌধুরী কল বেরোনো আলুর খবরে হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। প্যাকেট প্রতি ৭৫ টাকা ভাড়া দিয়ে আলু রেখেছেন তারা। প্রান্তিক চাষি মনোয়ার আলি বলছেন আলু নষ্ট হলে সপরিবারে কবরে যেতে হবে। আলু বীজের অভাবে সামনের বছর চাষও হবে না।

বর্ধমানের আটাগড়ে সত্যনারায়ণ কোল্ড স্টোরেজটি তৈরি করেছিলেন অমিত কুমার পাশওয়ান। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের আসানসোল শাখা থেকে তিনি ঋণ নিয়ে এই হিমঘর তৈরি করেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক। ঋণ শোধ করতে না পারার কারণে ব্যাঙ্ক হিমঘরটি বাজেয়াপ্ত করে। বর্তমানে এই হিমঘরের মালিক এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক মেমারি থানার বাসিন্দা গোলাম হোসেন। ঋণ পরিশোধের শর্তে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সম্প্রতি হিমঘরটি লীজ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। আলুর এই মরশুমে তিনি আলু মজুত শুরু করেন। এদিকে ঋণ খেলাপীর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল। বর্তমান অবস্থায় তারা বকেয়া টাকা না মেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে নারাজ। পরিস্থিতির চাপে গোলাম সাহেব মাসিক ৭০ হাজার টাকা দিয়ে একটি জেনারেটর ভাড়া করেন। কিন্তু জেনারেটর চালাতে তেলের জন্য প্রতিদিন খরচ প্রায় ২৩ হাজার টাকা। তিনি বুঝতে পারেন এই বিপুল খরচের দায় নিয়ে হিমঘর চালানো অসম্ভব। তাই জেনারেটর চালানোও টান পড়ে। ফলে হিমঘরে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ধরে রাখা সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই আলুতে পচন শুরু হয়েছে।

গোলাম সাহেবের এখন মাথায় হাত। বিপুল টাকা জমা রেখে হিমঘর লীজ নিয়েছেন। এখন চোখে অন্ধকার দেখছেন বিদ্যুতের অভাবে। বলছেন চাষিদের সাথে তিনিও আত্মহত্যা করবেন।

জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন বিষয়টির কিছুই জানেন না। তবুও কৃষকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীর কাছে এখনও কোনো খবর পৌঁছায় নি। তিনিও জানিয়েছেন, আলু বাঁচাতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত কৃষিনীতিতে চাষি আত্মহত্যার মিছিল বাড়ছে

বিশেষ সংবাদদাতা, বর্ধমান : আর দু'দিন পরেই ধর্মরাজের গাজন। গ্রামে উৎসবের বন্যা বইবে। ঘরে ঘরে আসবে আত্মীয়-স্বজন। ছেলেমেয়েরা পরবে নতুন জামা-প্যান্ট। দুর্গাপূজার পরই ধর্মরাজের গাজনে মেতে উঠবে মন্তেশ্বরের ধেনুয়া গ্রাম। খোদ খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রাম। সেই গ্রামে ভাগচাষি মিন্টু মাঝি(৪৫)-র আত্মহত্যায় তাল কেটে গেল ধর্মরাজ উৎসবের। আর নতুন জামাকাপড় পরতে পাবে না মিন্টু মাঝি-র ছেলেমেয়ে।

এ ছবি শুধু মিন্টু মাঝি'র পরিবারের নয়। গোটা গ্রামের চাষিরা এখন অবিক্রি ধান নিয়ে বড় অতান্তরে পড়েছে। বোরো চাষ করে কয়েক বছর ধরে ধর্মরাজের গাজনে উৎসবে মেতে উঠতো গোটা গ্রাম। হঠাৎ ছেদ পড়ে গেল আনন্দে। গ্রামের আর এক কৃষক অমিত মাঝি বললেন, খাদ্যমন্ত্রী (বালুদা) যতই সরকারি দামে ধান কেনার কথা বলুন, ৪০০ টাকা বস্তায় ধান বিকোচ্ছে না। তার উপর মাঠে শিলাবৃষ্টি চাষির মাজা ভেঙে দিয়েছে। একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে রাষ্ট্রের কৃষিনীতির জোড়া ফলা প্রাণ কেড়ে নিল মিন্টু মাঝি'র।

সপ্তাহ দুয়েক আগে খাদ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ধান কেনার বৈঠক করেন। ঠিক হয় মিল এবং কিষাণ মান্ডির মাধ্যমে ৮১৬ টাকা বস্তা ধান কেনা হবে। চাষির আত্মহত্যা এবং অভিজ্ঞতা সেকথা বলছে না। আলু, ধান মিলে এখনও পর্যন্ত জেলাতে ১১ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। মিলগুলিতে যদিও বা ধান কিনছে সরকারি দরে—তা আবার পরিবার পিছু ৩০ বস্তা করে। গলসির দীনবন্ধু মাঝি ৬ বিঘা বোরো চাষ করেছেন। ৩০ বস্তা মিলে ধান দিয়েছেন। বস্তা পিছু ১০০ টাকা (খাদ, বহন খরচ) বাদ দিয়েছে। সপ্তাহ খানেক কেটে গেলেও টাকা পায়নি। শশাঙ্গার আতিয়ার রহমান জানালেন ত্রিশ বস্তা ধান বিক্রির জন্য তৃণমূলের পছন্দের লোক হতে হবে। একে তো টাকা পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। তার ওপর রাজনীতিক আনুগত্য দেখাতে হবে। আবার অনেকের মত ফোড়েরা সোমবছর দ্যাখে, এখন তাদেরকে বাদ দিয়ে ধান বিক্রি কাম্য নয়। এভাবেই জাঁতাকলে পিষ্ট চাষি। এর ওপর গরিব ভাগচাষি, ক্ষেতমজুরদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। ১০০ দিনের কাজও নেই। যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ায় মাঠের কাজও কমেছে। মালিককে বিঘা পিছু চার হাজার টাকা এবং দেড় হাজার টাকা জল কিনে চাষ করে ৪০০ টাকা বস্তা গরজের দর ধান বিক্রি করলে বিঘা পিছু লোকসান দাঁড়ায় ৮০০০-৯০০০ টাকা। বাড়ছে ঋণের বোঝা। বেচে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ।

কৃষকসভা এরই প্রতিবাদে ২৯ মে রাস্তা অবরোধের ডাক দিয়েছে। ১০০ দিনের কাজ এবং সরকারি দামে ধান কেনার দাবিতে জেলাজুড়ে পথ অবরোধে সামিল হবে ভুক্তভোগী চাষি। জেলার সদরে ঢোকার মুখে ৫টি পয়েন্টে পথ অবরোধ চলবে সকাল ৯-১১ টা পর্যন্ত। প্রশাসনকে বাধ্য করা হবে দাবি পূরণ করতে। আত্মহত্যা পথ নয়। সংগ্রামই কেন্দ্রের কৃষি নীতি এবং রাজ্যের কৃষক বিরোধী নীতিকে পরাস্ত করবে।

বর্ধমান জেলা কৃষক সভার জেলা সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল জানালেন, গ্রামবাংলার কৃষক, ক্ষেতমজুর সবাই দুর্দশাগ্রস্ত। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের কৃষিনীতিই এজন্য দায়ী। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের তিন মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত ১০০ দিনের কাজ শুরু হয়নি। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার প্রভাব পড়েছে জেলার সমস্ত বাজারে। ক্রেতার অভাবে দোকানপাট বন্ধ হওয়ার মুখে।

এ কোন অর্থনীতি? উঠছে প্রশ্ন। উত্তর সময়ের গর্ভে।

১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে পথ অবরোধ ও ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২২ মে : সারা ভারত কৃষকসভা মেমারি-১ মধ্য লোকাল কমিটির ডাকে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা, ধান, আলুর ন্যায্য দাম সহ ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে নিমো-২ পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন ও রাস্তা অবরোধ করেন কৃষকরা। ডেপুটেশন দিতে যাওয়ার আগে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য সনৎ ব্যানার্জী। তিনি বলেন, গত বছরের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা আজও পায়নি গরিব মানুষগুলো। অবিলম্বে এই টাকা পরিশোধ করতে হবে। এই সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনছে না অথচ বড় বড় কৃষক মান্ডি তৈরি করা হয়েছে। আলুচাষিরা আলু চাষ করে লাভ পাচ্ছে না। সরকারের পক্ষ থেকে কোথাও আলু কেনার ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে। আগে বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি দর ছিল ৩.৩৩ পয়সা। বর্তমানে ৬.০৫ পয়সা হয়েছে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রশান্ত কুমার। নিমো-২ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষক, খেতমজুর মহিলারা অবরোধ, ডেপুটেশনে শামিল হন। ৮ জনের প্রতিনিধিদল পঞ্চায়েত অফিসে স্মারকলিপি জমা দেন। প্রধান কৃষাণু ভদ্র আশ্বাস দেন অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি ১০০ দিনের বকেয়া টাকা দেওয়া হবে।

অন্য সংস্কৃতি

অণুগল্প

লেখিকা বিভ্রাট

কাকলি ঘোষ

নৌকাটা এমন দুলে উঠলো, তাড়াতাড়ি ব্যাগটা সামলে বসলাম। শাড়ির আঁচলের কোনটা একটু ভিজে গেল। যাক ব্যাগটা ভেজেনি। লেখার কাগজগুলো ভিজে গেলেই গেছি। ছিটেফোঁটা শরৎের বৃষ্টি একটু ভিজিয়ে দিয়ে গেল। চশমা খুলে কাঁচটা মুছে আবার পরতে গিয়ে উল্টো দিকে ঘোমটা দেওয়া বউটির দিকে চোখ পড়ে গেল। শ্যামলা রঙ দীখল চোখ। পাশে একটি কুড়ি পঁচিশ বছরের ছেলে। ওর স্বামী বোধহয়, ওদের বিয়ে কি নতুন হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে কথাই বলছে না। লজ্জা পাচ্ছে বোধ হয়। স্বামীটি মাঝে মাঝে চোর চোর মুখ করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। মাদকে চালানকারী নয়ত। এই সুন্দরবন এলাকায় মাদক চালান হয় প্রচুর। নদীতে নদীতে বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়। মেয়েটি হয়ত ওদের গ্যাং-এরই মেয়ে। এখন ঘোমটা টেনে বউ সেজে আছে। এদের ফলো করতে হবে। প্রকাশকদের দরজায় দরজায় গল্প নিয়ে বহুত ঘুরেছি। আমার লেখা নাকি নেতানো বস্তাপচা। আর নয়—এবার এমন একটা গোয়েন্দা গল্প লিখব না—ফেলু মিত্তিরকে ফেল করিয়ে দেব।

আরে বউটা ব্যাগটা হাতড়াচ্ছে। কী আছে ব্যাগে। এতক্ষণ ধরে খুঁজছে। না, পাশে গিয়ে বসি। একটু গল্পগাছা করে গল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ করি। উঠে বউটির পাশে গিয়ে বসি।

—এই বৃষ্টি হল এখন কেমন রোদ উঠেছে দেখলে। আমি ভাব জমানো শুরু করলাম।

—দিদিমনি, শরৎকালে তো এমনই হয়।

—আচ্ছা তোমরা কোথায় যাবে?

—এই মাতলার ধারে বাসুনদী খাতে আমার বাপের বাড়ি। সেখানে যাচ্ছি।

—সঙ্গে ওটি কে? তোমার স্বামী?

—আ মরণ! স্বামী হতে যাবে কেন? আমার শ্বশুর বাড়ির গাঁয়ের মানুষ। বাবার অসুখ তো। কেউ নেই দিয়ে আমার। তাই আসার শাওড়ি এনার সঙ্গে পাঠালেন।

পাঠালেন না কচু পোড়া। মাদক পাচারকারী-টারী নয়। এ নির্ঘাত ঐ ছেলেটির সঙ্গে ভেগেছে। এখন গল্প ফাঁদছে। মনে মনে বলি।?

—তা তোমার ছেলে মেয়ে নেই।

—তা থাকবে নি কেন? একটি মেয়ে আছে। শাওড়ির কাছে রেখে এসেছি।

মনে মনে বলি—বাঃ বাঃ বাঃ বেশ মশলা পাচ্ছি। স্বামী মেয়ে শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে পর-পুরুষের সঙ্গে ভেগেছে। বেশ পরকীয়া পরকীয়া গন্ধ পাচ্ছি। নাঃ বেশ জমিয়ে লিখতে হবে। প্রকাশকরা বাজারে কাটার জন্য যেমন চান তেমন লিখতে হবে।

—তা তোমার বয়স তো অল্প। তোমার মেয়ে কত বড়?

—কত আর, নয় বছর।

—অত ছোট মেয়েকে রেখে এসেছ। তোমার জন্য কাঁদবে না।

—না না, মেয়ে ঠাকুমা পেলেই ঠিক থাকে।

—তোমার স্বামী কী করে?

—কী আর করবে? টুকটাক করে। যখন যা পায়।

—সংসার চলে?

—চলে, আমিও কিছু রোজগার করি।

—রোজগার কর। কী কর?

—ঐ যে মানুষজন বেড়াতে এসে আমাদের গেরামে একটা বাংলা বাড়ি আছে সেখানে ওঠে। আমি সেখানে কাজ করি।

—কী কাজ কর?

—রান্না-বাড়ি; বাবুদের ফাইফরমাশ সবই করি।

—তা কেমন হয়?

—বাবুরা ভালোই দেন। সংসার চলে যায়।

—বাঃ বাঃ হোটেলে কাজ, এমন সুন্দর চেহারা। নাঃ আরও জমাটি গল্প পাচ্ছি। আমার নেতানো গল্পগুলো মনে হচ্ছে এবার লোকের মনে ধরবে। নৌকা ঘাটে ভিড়ছে। দেখি ঘাটে কতগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে। ওরা বউটির দিকে এগিয়ে এল—দিদি দিদি এসে গেছিস। তাড়াতাড়ি চল। বাবা তোর জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। ওরা বৌটিকে নিয়ে চলে যায়।

আমি কাউকে না পেয়ে মাঝিটিকে বলি—আচ্ছা ঐ বউটিকে চেনো?

—তা চিনব না কেনে? ও আমাদের লকাইয়ের মেয়ে। বড় ভালো মেয়ে। স্বামী ভালো রোজগারপাতি করতে পারে না। উদয়অস্ত পরিশ্রম করে সংসার চালায়। আবার বাপের বাড়িতেও পাঠায়। তা আপনারে তো চিনছি না।

—আমি একজন লেখিকা। বলতে গিয়ে জিভটা জড়িয়ে গেল।

কেমন লেখিকা আমি—মানুষকেই চিনি না। শ্রদ্ধা করি না। যা মনে আসে মনগড়া গল্প লিখি। মেয়েদের স্বাধীনতা বলতে বুঝি সমাজকে অস্বীকার করার স্বাধীনতা। অথচ বাংলার গৃহকোণে এমন কত মেয়ে লুকিয়ে আছে যারা লেখাপড়া না শিখলেও স্বাবলম্বী, যে কাজটা করে সম্মানের সঙ্গে করে। আমরাই লেখাপড়া শিখেও নিজেদের কাজটা সম্মানের সঙ্গে করতে পারি না। গল্পের খোঁজে, নাম কেনার লোভে নিজের মধ্যে লেখক মানুষটিকে কখন হারিয়ে ফেলেছি। হায়রে, নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হই। আমরা নিজেদের মধ্যে সজারু প্রকৃতির মানুষটিকে কেবল বয়ে বেড়াই। কেবল কাঁটা বেঁধাই। মনে ভাবি আমি যেমন করে লিখি তেমন করেই লিখি। যুগের শ্রোতে নাই বা গা ভাসালাম।

অণুগল্প

রজনীকান্ত

পার্থ চৌধুরী

রজনীকান্তের গান নিয়ে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান। টাউনহলে। 'যাবি নাকি?' বলতেই লাফিয়ে উঠলো টটো। আমার ৯ বছরের মেয়ে।

কার্তিকদা পাশেই ছিলো। 'তুই রজীকান্তের কথা জানিস'—তার প্রশ্ন।

আজকালকার ছেলেমেয়েরা ওভারস্মার্ট।

''জানবো না আবার —অল দ্য রজনী ফ্যানস /ডোন্ট মিস দ্যা চান্স / লুঙ্গি ড্যান্স লুঙ্গি ড্যান্স / লুঙ্গি ড্যান্স।''—বললো টটো।

হা হতোস্মি! আমার মেয়ে রজনীকান্ত সেন আর সুপারস্টার রজনীকানত-কে গুলিয়ে ফেলেছে।

মনে পড়লো আকাশবাণী। অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্তের গানের কথা।

দিনেশ-কে ফোন করলুম। একরাস উষ্মা নিয়ে 'কী অবস্থা বলো তো! এরা রজনীকানত্ আর রজনীকান্ত-র ফারাক-ই জানে না।

''সেটা কি ওদের দোষ?

আমারাই তো জানতে দিইনি''—বললো দিনেশ।

হিটলারকে দেখেছি

নলিনীরঞ্জন সরকার

এ কী কোন কল্পনা
না-না-না-না
বারেবারে দেখেছি তারে
খেপে হাত কেবল ছোঁড়ে
বলে বিরোধী কভু রাঘব না
সাফ করব সব আবর্জনা
সবাই মানুষ মোর মত
ছাড়ুক সবে অন্য পথ
মোর দিক জয়ধ্বনি
সভায় যেন শুনি মোর বাণী
ভাষণের শুরুতে হোক মোর নাম
তবেই পাবে সব শ্রমের দাম।

পুস্তক সমালোচনা

সলিল ভট্টাচার্যের কবিতায় শ্রমের অঙ্গনের মানুষরা

অরুণ মজুমদার

সলিল ভট্টাচার্য কবি প্রাবন্ধিক সুবক্তা এবং সুগায়ক। শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত সহ সমস্ত স্তরের মেহনতি মানুষের জন্য লড়াই করে চলেছেন ছাত্র থাকাকালীনই। রাজরোষে রাজ অতিথি হয়ে থাকতে হয়েছে একসময়। বর্ধমানের বিভিন্ন গ্রামে মানুষের সঙ্গে আত্মীয় অনুভবে বেশ কিছুকাল কাটাতে হয়েছে। কলেজে শিক্ষকতা করতেন কিন্তু মানুষকে নতুন প্রদোষকালের বর্ণনায় স্বপ্ন দেখানোর জন্য কবিতাকেই মূলত হাতিয়ার করেছেন। নাই নাই করে পদ্য গদ্য প্রবন্ধ মিলিয়ে ১২টি বই ইতিমধ্যে পাঠকের দরবারে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবারে বইটি ১৩তম বই অনাগত ফাল্গুনে। চার লাইনের ছোট ছোট মোট ৬৪টি কবিতা। প্রতি পাতায় রেখাচিত্র। যাপিত জীবনের বিভিন্ন প্রত্যন্ত থেকে কবিতাগুলির বিষয় মনোনয়ন করা হয়েছে। শ্রমের অঙ্গনে স্বেদ ঘামে বদ্ধ হয়ে যে মানুষগুলি ঘুরপাক খাচ্ছে তাদের চিরকালীন সুহৃদ সলিল ভট্টাচার্য সাজুয্য অনুভব করেছেন কবিতার আখরে। বৃহৎ কবিতার পাশাপাশি ছোট কবিতাতেও তিনি লক্ষ্যভেদে সমর্থ। অনেক বছর আগে পড়েছিলাম এক লাইনের কবিতা—ডুবছে স্বদেশ কুম্ভীপাকে স্বপ্নে কেন মালঞ্চ? আজও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি।

অনাগত ফাল্গুনের কবিতাগুলি শুরু হয়েছে মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার নিয়ে। প্রথম কবিতাতেই এবংবিধ উচ্চারণের কিই বা প্রয়োজন ছিল। আত্মোপলব্ধি থেকে শুরু আত্মপ্রত্যয় এ কবিতাগুলির অঙ্গন। কিন্তু শেষ কথা নবনির্মাণে সাজবে আবার রূপবতী চরাচর / এই কালবেলা ভাঙরের লেখা, জেগে থেকো প্রিয় সাথী। আজকের নরকায়িত বাংলায় এটাইতো আমাদের প্রাণের আকূতি। ধন্যবাদ সমর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দৃষ্টিনন্দন একটি প্রচ্ছদ উপহার দেবার জন্য।

অনাগত ফাল্গুনে : সলিল ভট্টাচার্য
মনন সাহিত্যসভা
'এষণা' জগৎবেড়, শ্রীপল্লী, বর্ধমান
মূল্য : ৩০ টাকা

অনুভবে রবীন্দ্রনাথ

নমিতা রাউত

দিগন্ত বিস্তৃত রবীন্দ্রনাথ
সীমাহীন অনন্ত আকাশ
নাগাল পাওয়া ভার।
আন্তর স্পৃহায়—চেতনার রঙ
ছুঁয়ে যায় অন্তর আঙিনা
আঁকা হয় হৃদয় চিত্রপাটে
নানান রবীন্দ্রনাথ
চিনে নিতে হয়
জেনে নিতে হয়
তাঁকে আকাশ প্রজ্ঞায়।
জীবনের খর জোয়ারে — ভাটার টানে
নানান ঘাত প্রতিঘাতে
নীরবে, নির্জনে—একলা চলার পথে
তোমার কথা ভাবতে আমায় দাও।
তোমার সৃষ্টির অলকানন্দায়
প্লাবিত বিশ্বভূমি
সকল সৃষ্টির সুরে
সুর মিলায়েছ তুমি
মহাসাগরের কল্লোল ধ্বনি
তোমার অনন্য সঙ্গীতে
আলোড়িত করে, আলোচিত করে
হৃদয় বেলাভূমি আন্তর সুরে
নোঙর ফেলছ তুমি
জীবনের বন্দরে বন্দরে
রূপ অরূপের সাগর পারে
তুলে নেব জীবনমাধুরী
আপন অনুভবে।

✷✷✷

কমরেড কবি

(কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়-কে নিবেদিত)

যযাতি দেবল

চির চেনা পথ এখনো চিনতে চায়
এখনো পথিক অক্লান্ত পথ হাঁটা
চোখের মণিতে বিদ্যুৎ ঠিকরায়—
এখনো হাঁটছো ভাঙছো জোয়ার ভাটা!

বয়স খেয়েছে নীল সাপ অতিকায়;
পদচাপে সরে ছড়ানো কাঁটার স্তর।
তরুণের ভিড়ে 'কেষ্টদা' হেঁটে যায়—
মাঠ-ময়দান একাকার দেশ ঘর।

এখনো কলম লিখে যায় অবিরাম
এখনো লড়াই চেতনায় দাও শান।
এখনো জীবন প্রতিদিন সংগ্রাম—
কমরেড কবি ছিলা ধরে মারো টান।

✷✷✷

আত্মহনন

শম্ভু ঘোষ

আগুন ঝরা বসন্ত শেষে
ঝরা পাতার চৈত্র মাসে
বহে চলে শীতল মলয়,
বসন্তের রবি ফসল আলু
থমথমে মুখ আলু থালু
খোঁজে চাষা ক্রেতা কোথায় পায়।

সব কৃষকের গ্রামে বাস
করে চলে চাষ বার মাস
সমাজের বন্ধু বলে মানি,
ঋণ ভারে তারা জ্বল জ্বর
বুক কাঁপে থর থর
ধানের দাম নিম্মগামী।
রাজ্যের মা মাটি সরকার।
চলছে ভাঙ্গা গড়ার কারবার,
কৃষকের পাশে তারা নাই
আত্মহনন ঘটে তাই।

আলোকিত

নরেশ মণ্ডল

এতটাই আলোকিত ছিল তার মুখ
এতটাই আলোকিত হলে কেঁপে ওঠে বুক।
তাই কি সব অ-সুখ আড়ালে রেখে
নেমে আসে মানুষের মুখ।
শকুন তো নেমে আসে ভাগাড়ে
মৃত মানুষে। জল্লাদ। মানুষ!
নৃশংসতায় কুপিয়ে অভিজিৎ হল খুন।

এতটাই আলোকিত ছিল তার মুখ
অন্ধকার নেমে এলো তাই!
অগুণতি মানুষ আজও আছে
যাদের শিকড় গভীরে প্রত্যয় ছুঁয়ে
জাগানিয়া গান গেয়ে হাঁটে পথ
ঢল নামে পথে ও প্রান্তরে
কোনো সীমানা বেড়া বিশ্বস্ত নয়।

এমন অনেক কথাই থাকে
বুকের গভীরে
বাইরে এলে বিপদ বাড়ে।
তবুও তারা বাইরে আসে
বিপদ বাড়ে
কলরব ওঠে কলরব
একাকার একাকার একাকার।

আলোকিত মুখ পরিচিত হয়ে ওঠে
পথ প্রান্তরে, কৃষক রমনীর চোখে
আঁতুড় ঘরে মায়ের
ছাত্র শিক্ষক, যুবক-যুবতী, মজুর, কৃষক
কয়লা খনির বুকে
কলকারখানা, ফুটপাথ, দোকান বাজারে
শহর শহরে, গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে
মিছিলের মুখ এক হয়ে যায়
চেনা লাগে, বড় যে চেনা
আমার পাশের কাছের মানুষটা
কখন যে মিছিলের মুখ হয়ে ওঠে।

কতটা আলোকিত হলে একটা মানুষ
খুন হয়ে যায়
অন্ধকার জীবদের হাতে।
এই সব আলোর মুখই আমাদের
চারপাশে জ্বেলে রাখে আলো।
শিশির ভেজানো পথে হেঁটে যাই
পাখিদের গান, গাছে গাছে পাতায় পাতায়
শব্দ ওঠে, শব্দ গভীর বুকে
গান হয়ে যায় মিছিলের।

এতটাই আলোকিত ছিল তার মুখ
এতটাই আলোকিত হলে কেঁপে ওঠে
বুক।
জল্লাদ মানুষ।

✷✷✷

বন্ধন

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

চতুর্দ্দিকে ঢেউ, ছুঁয়েছে হৃদয়
অনুভবে সমর্পণ
পথের সঞ্চয়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে শ্যামলিমা
প্রাণের বন্ধন
সঞ্চয়ে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে
গভীর স্পন্দন।

✷✷✷

সমাধি ভূমি

বিশ্বজিৎ সরকার

মানুষ জ্বলন্ত চিতায় জ্বলছে বার বার
সে আগুন মানুষই নেভালো।
অনেক সৌধ পুড়ে ছাই হল,
বুকচুরমার করে সমাধিস্থ হল
দান অবদান
তবু বিরতিহীন
ভস্মীভূত সমাধিভূমেই
মানুষ গড়েই চলে নৃত্য নতুন নির্মাণ।

স্কুল ভিত্তিক মাধ্যমিকের ফলাফল

স্কুলের নাম	মোট পরীক্ষার্থী	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর পাওয়া ছাত্র/ছাত্রীর নাম
সি এম এস হাইস্কুল (বি সি রোড)	২৩০	রৌনক চৌধুরী - ৬৬৯
বর্ধমান টাউন স্কুল	২৫০	অরিত্র মান্না - ৬৫৬
বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস হাই স্কুল	২০২	মণিকোনা গোপ - ৬৬৪
বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুল	২৩২	দীপজ্যোতি ঘড়ুই-৬৭৩
হরিসভা গার্লস হাইস্কুল (খোসবাগান)	১৯৩	উদিত্য হাজরা - ৬৪৬
বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাই স্কুল	২০৪	তসনিম নাসরিন- ৬৬৮
কাঞ্চননগর ডি এন দাস হাইস্কুল	৭৯	বিক্রম মণ্ডল - ৬০৮
বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল	৮১	ইন্দ্রকমল কর্মকার - ৫৯২
ভারতী বালিকা বিদ্যালয়	১৩৫	অদিতি গঙ্গোপাধ্যায় - ৬১২
গোতান সুবোধ মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়	৯৬	সিদ্ধার্থ পাল - ৬৩৮
লোহাই সাম্মিলনী বিদ্যানিকেতন	৭৬	সানন্দা পাল - ৬৪৯
জামালপুর গার্লস হাইস্কুল	৯৩	শ্বেতা ঘোষ - ৬৫২
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুল	১৩২	শঙ্খ প্রামাণিক - ৬৭৪
কুলটী গার্লস হাইস্কুল	১৩০	বর্ষা দাস - ৬৭৭
আসানসোল ইস্টার্ন রেলওয়ে বয়েজ হাইস্কুল	১৫২	রোহিত কুমার - ৬৭৮
মহিলা কল্যাণ হাইস্কুল	১৬১	শর্মিষ্ঠা হালদার - ৬৭৩
বহুলা হাইস্কুল	২৬৫	সুদীপ বাউরি - ৬২১
মিঠানী হাইস্কুল	১৯৭	সহোম মুখোপাধ্যায় - ৬০৩
দুর্গাপুর বিদ্যাসাগর মডেল হাইস্কুল	৪৭	শিবাশিস বিশ্বাস - ৬৩২
বৈদ্যডাঙ্গা গার্লস হাইস্কুল	২৩৬	স্বতী ঘোষ - ৬৪৫
ছোটবেলুন হাইস্কুল	২৬	গুরুপ্রসাদ মার্ডি - ৬১২
সি এম এস হাইস্কুল(বাবুরবাগ)	৮৭	সায়ন হোসেন খান - ৫৫২
রামকৃষ্ণ সারদাপীঠ উচ্চবিদ্যালয় (বোরহাট)	১২০	রূপম ঘোষ - ৬৩৭
হরিসভা গার্লস হাইস্কুল (সুভাষপল্লী)	১১০	মান্তু রজক - ৪৯৪
গুসকরা পি সি ইনস্টিটিউশন	২০৩	অভিষেক মাজি - ৬৬০
গুসকরা গার্লস হাইস্কুল	১৩৫	সুকন্যা সামন্ত - ৬৬৫
ভাতাড় মাধবলাল পাবলিক হাই স্কুল	১০৭	দেবকান্ত ঘোষ - ৬৫৭
ভাতাড় গার্লস হাইস্কুল	১১৫	নিশাৎ ফারহানা - ৬৫৫
ওরগ্রাম হাইস্কুল	১০৮	আভাষ মণ্ডল - ৬৪৯
কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়	৯৭	টুটুল গুপ্ত - ৬২২
কালনা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়	১৭৫	সঙ্গীতা লালা - ৬৫৪
কালনা অম্বিকা মহিষমর্দিনী হাইস্কুল	১৩৫	সাহাদত হোসেন / সায়ন্তন যশ - ৬৫৬
বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ	৬৯	অরিত্রি কুমার - ৬০৬
বোরিং ডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়	১১৬	বিক্রম চ্যাটার্জী - ৬২২
রায়না এস বি বিদ্যায়তন	৮৬	শুভময় সামন্ত - ৬২৫
মালডাঙা আর এম হাইস্কুল	৯১	সৌগত মণ্ডল - ৬২৫
মালডাঙা কাদম্বিনী বালিকা বিদ্যালয়	৭৪	পারমিতা মণ্ডল - ৬০৩
মণ্ডলগ্রাম হাইস্কুল	১০৭	স্বর্ণালী রুদ্র - ৬৬২
বোহাড় হাইস্কুল	৯১	প্রসূন চ্যাটার্জী - ৬০৭
পারুলিয়া কুলেকামিনী হাইস্কুল	৩৪৪	সীয়ক দাস - ৬৪৪
ঊষাগ্রাম গার্লস হাইস্কুল	১৮০	সায়নী দত্ত - ৬৩২
মণিমালা গার্লস হাইস্কুল	১০০	শ্রেয়া চট্টোপাধ্যায় - ৬৫৭
আসানসোল চেলিডাঙা রাইস্কুল	১০৪	সৌরভ গুহ - ৬৫৯
সিয়ারসোল গার্লস হাইস্কুল	৯৬	সিমরন পাঁধা - ৬৩৬
সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুল	৮৮	শৈরাল মিশ্র -৬৬৩
রানিগঞ্জ হাইস্কুল	২৪০	সূর্যোদয় খাড়া - ৬৫৭
মানকর গার্লস হাইস্কুল	৮০	প্রাচী কর - ৬৭৬
মহারানি অধিরানি গার্লস হাইস্কুল	১০০	নিবেদিতা দে - ৪৯১
রামকৃষ্ণপল্লী বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ	২১১	সৌম্যদেব মণ্ডল - ৬৬৩
রাজ কলেজিয়েট হাইস্কুল	৮১	ইন্দ্রকমল কর্মকার - ৫৯২
কাশীরাম দাস ইন্সিটিটিউশন	৩১০	সৌগত ঘোষ - ৬৭৮

পথ দুর্ঘটনায় ক্রীড়া সংগঠকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ মে : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বর্ধমানের দক্ষ ক্রীড়া সংগঠন এবং বিশিষ্ট ডেকোরেটার্স ব্যবসায়ী কালী ভৌমিক-এর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। ডেকোরেটার্স সমন্বয় সমিতি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। ব্যবসার পাশাপাশি খেলার মাঠে ছিল তার অদম্য নেশা। বর্ধমানের খেলাধূলার প্রসারে কালী ভৌমিকের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ১৪ মে দুপুরে ১টা নাগাদ বর্ধমান শহরের কানাইনাটশাল মোড়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বর্ধমান তালিত এলাকার একটি ইংরাজি মাধ্যমের স্কুল বাস তাকে পিশে দিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। কালী ভৌমিকের মৃত্যুতে ক্রীড়ামহল ও ব্যবসায়ী মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

গুসকরায় হামলা অভিযুক্ত ভাইস চেয়ারম্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা : ভাইস চেয়ারম্যান রাখি মাঝির বিরুদ্ধে মারধোর ও হামলার অভিযোগ উঠলো গুসকরায়। গুসকরা পুরসভার ১০নং ওয়ার্ডের হাটতলায় বাড়ি সাধন গড়াই-এর। তার অভিযোগ কয়েকদিন ধরেই তাদের পারিবারিক অশান্তি চলছে। সেই ঘটনায় ঢুকে পড়েন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান, এবং দলবল নিয়ে তার মা ও সাধন গড়াইকে মারধোর করে। বাদ যায়নি তার স্ত্রীও। এমনকি বাড়ির শিশুরাও নিস্তার পায়নি। প্রথমে গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। পরে অভিযোগ নেয়। এই বিষয়ে গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান বুর্দ্ধেন্দু রায় জানান, বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। তবে ভাইস চেয়ারম্যান রাখী মাঝি অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

ছাত্রী আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃত ছাত্রীর নাম মধুমিতা পাল(২৩)। বাড়ি দুর্গাপুরের সগরভাঙা এলাকায়। ২১ মে রাতে তারাবাগের মীরাবাঈ হোস্টেল থেকে তার সহপাঠীরা মধুমিতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানায়। মধুমিতা ভূগোলের চতুর্থ সেমিস্টারে পড়াশুনা করতো। রাতেই মৃতের পরিবারের লোকজন বর্ধমানে যান।

গাঁজা সহ ধৃত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২০ মে : গাঁজা সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে মেমারি পুলিশ। প্রকাশ গত কাল সন্ধ্যায় চেকপোস্টের কাছে একটি পেটি সহ ঐ দুই যুবককে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। পুলিশ ঐ পেটি থেকে ২২ কেজি ৪০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে ও লালবাবু সাউ ও সৌমেন হাজরাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের বাড়ি পূর্বস্থলীর আশাপুরে।

ভূমিকম্পপীড়িতদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহে অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীরা

নেপালের ভূমিকম্প পীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে বর্ধমান শহরের লোকো কালনাগেট এলাকায় ত্রাণ সংগ্রহ করছেন অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীরা। তাঁরা সংগৃহীত অর্থ প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের মাধ্যমে পীড়িতদের কাছে পাঠাবেন। ২০ মে তোলা নিজস্ব চিত্র।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি আব্দুল খাবির জমাদার, পিতা আব্দুল করিম জমাদার, সাকিম - কালনা রোড, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২১ মে, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার নাম আকশা জমাদার। যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত সিমরণ ফিরদৌস, পিতা - কবির জমাদার নথিভুক্ত হয়েছে। আব্দুল খাবির জমাদার ও কবির এবং সিমরণ ফিরদৌস ও আকশা জমাদার দুই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মরিয়ম বেগম, স্বামী প্রয়াত সেখ গফুর আলি, গ্রাম - ক্ষেতিয়া, পোঃ - মহাচান্দা, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২০ মে, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম সেখ আসরাফুল। যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত সেখ ভোলা নথিভুক্ত হয়েছে। সেখ আসরাফুল এবং সেখ ভোলা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি জামালউদ্দিন মণ্ডল, পিতা - সাবেদ আলি মণ্ডল, গ্রাম - বাঁদগাছা, থানা - রায়না, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৮ মে, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, স্কুল সার্টিফিকেটে ও বিভিন্ন নথিপত্রে আমার পুত্রের নাম সাইদুল মণ্ডল নথিভুক্ত আছে। যা তার জন্মশংসপাত্রে ভুলবশত সাইদুল জামান মণ্ডল নথিভুক্ত হয়েছে। সাইদুল মণ্ডল এবং সাইদুল জামান মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মহম্মদ সারিফুদ্দিন, পিতা - প্রয়াত মোল্লা মতিয়ার রহমান, গ্রাম - রানিহাঁটি, পোঃ - সাতগাছিয়া, থানা - মেমারি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৯ মার্চ, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার নাম শাবানা ইয়াসমিন মোল্লা। যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত শাবানা ইয়াসমিন, পিতা - সারিফুদ্দিন এবং রেশনকার্ডে সাবানা ইয়াসমিন, পিতা - সরিফুদ্দিন ও স্কুলের নথিপত্রে শাবানা ইয়াসমিন, পিতা - মহঃ সারিউদ্দিন নথিভুক্ত হয়েছে। শাবানা ইয়াসমিন, পিতা সারিফুদ্দিন এবং শাবানা ইয়াসমিন, পিতা - সরিয়াউদ্দিন এবং শাবানা ইয়াসমিন মোল্লা, পিতা মহঃ সরিফুদ্দিন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ২০১৩ সালের ১৮ মে, ২০১৪ সালের ১৮ মে, ২০১৪ সালের ১৯ মে; ২। ১৮৯০ সালের ১৯ মে, মৃত্যু ২-৯-১৯৬৯; ৩। প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯০৮ সালের ১৯ মে; ৪। নাথুরাম গডসে, ১৯১০ সালের ১৯ মে, ফাঁসি ১৫-১১-১৯৪৯; ৫। জন শেফার্ড ব্যারণ, ভারতের মেঘালয়ে ২৩-৬-১৯২৫, লন্ডনের বার্কলে ব্যাঙ্কের এনফিল্ড শাখায় ২৭-৬-১৯৬৭, মৃত্যু ২০-০৫-২০১০; ৬। ডা. উইলিয়াম আইটোফেন, জন্ম ২১-৫-১৮৬০, ১৯২৪ সালে; ৭। ১৫৪৫ সালের ২২ মে, বোমা বিস্ফোরণে; ৮। ইউজিন পলি, ২৩-০৫-২০১২; ৯। ডানিয়েল গাব্রিয়েল ফারেনহাইট, ১৬৮৬ সালের ২৪ মে পোল্যাণ্ডে; ১০। দক্ষিণ আমেরিকায়, কিটো, ২৪-৫-১৮২২, আন্দিয়ান কণ্ডোর (শকুন); ১১। আফ্রিকা মহাদেশে, ২৪-৫-১৯২৩, সিংহ; ১২। বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে ১৮৮৮ সালের ২৫ মে, মৃত্যু জাপানে ২১-১-১৯৪৫।

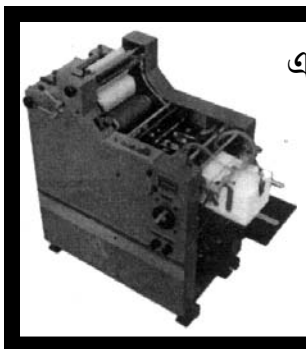

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

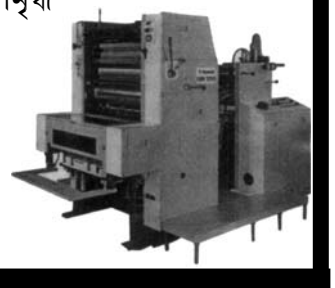

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা